দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৭ ৭

41-A

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন হলেও জটিলতা কমেনি

॥ শিশির কুমার শীল ॥

জাহাঙ্গীরনগর, ১১ই মে।- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি এ বছর থেকে পরিবর্তন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জটিলতা ও অনিয়ম বেশী বেড়েছে। ত্রুটি রয়েছে অনেক।

ইউনিট (ক,খ,গ) পদ্ধতি চালু হয়েছে ঠিক কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার জন্য পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এবাজরও ১০ নম্বর ঠিক করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ইউনিট পদ্ধতি ভর্তি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ঝামেলা, অভিভাবকদের অর্থনেতিক দিক এবং বিশেষ করে বিভিন্ন মহল থেকে ভর্তির জন্য, সুপারিশ, টেলিফোন এসব এড়ানোর জন্য. কিন্তু এ সমস্ত দিক বিবেচনায় না রেখে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সুবিধার জন্য নতুন নিয়মে ১০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষায় রাখা হয়েছে।

অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি কোথাও মোখিক পরীক্ষার নিয়ম চালু নেই। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধা তালিকা নির্ধারণ করা হয়।

বিগত বছরগুলোর ভর্তি পরীক্ষায় দেখা গেছে লিখিত পরীক্ষায় ভাল করেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। এর কারণ হলো তার চেয়ে কম মেধাবী ছাত্র সুপারিশের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে চূড়ান্ত মেধা তালিকায় শীর্ষে চলে গেছে। গত বছর ভর্তি পরীক্ষার সময় মৌখিক পরীক্ষার একটি দিনে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর লেখা স্লিপের চাপে একজন শিক্ষক কয়েকজন সুপারিশকারীকে কটূক্তি। করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যখন পরীক্ষা চলে তখনো টেলিফোনের চাপে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডগুলোতে পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষকদের ঝামেলার অন্ত থাকে না। এছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে এসে বার বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুদের ঝামেলাতো রয়েছেই।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনও বিভাগ রয়েছে যার আসন সংখ্যা ১০। একে এরকম সীমিত আসন সংখ্যা, তারপর কর্তৃপক্ষের বিবেচনাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রকে ফিরে যেতে হয়।

অপরদিকে চাকরিসূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের রক্তসম্পর্কিত (ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী) ছাত্র-ছাত্রীরা লিখিত পরীক্ষায় একচতুর্থাংশ নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারে। এক্ষেত্রেও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। দূরসম্পর্কের লোকজনদেরও রক্তসম্পর্কিত করা হয়।

গত বছর ২৮,০০০ ভর্তিচ্ছুর মধ্যে ৪৩৩ জনকে ভর্তি করা হয়। এবার ১৪,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। আসন সংখ্যা ৩৫০।

আগামী ২২,২৩ ও ২৪শে মে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪

41-B

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি

৮ সহস্রাধিক আসনের জন্য ৯৫ হাজার প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি সংবাদদাতা জানান: এইচ,এস,সি পরীক্ষায় পাসের হার কম থাকা সত্ত্বেও ৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩৫৬টি আসনের জন্য ৯৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করিয়াছে। হিসাব মতে, ১টি আসনের জন্য প্রায় ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতা করিবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ হাজার আসনের জন্য সাড়ে ৩৯ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। এবারে ১টি আসনের জন্য এখানে ১[illegible] জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬শ আসনে ভর্তির জন্য ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করিয়াছে। এখানে ১টি আসনের জন্য ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ৬টি অনুষদে ২৬শ আসনের জন্য ভর্তিচ্ছু প্রার্থী সংখ্যা ২৫ হাজার। (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

৮ সহস্রাধিক

(১ম পৃঃ পর)

ফলে ১টি আসনের জন্য ভর্তিচ্ছু প্রার্থী সংখ্যা প্রায় [illegible] জন। বন্যা, [illegible] জট প্রভৃতি কারণে গত তিন বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। গত বৎসর সমসংখ্যক আসনের জন্য ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার এবং ভর্তির পর ১৭টি বিভাগে মোট ১৯৬টি আসন খালি ছিল।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিট পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। ৩টি ইউনিটে ১৭টি বিভাগে ৩৫০টি আসনের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে সাড়ে ১[illegible] হাজার। ১টি আসনের জন্য [illegible] জন ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। গত বৎসর আসন সংখ্যা ছিল ৪৩৭ এবং আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছিল ২৭ হাজার। এখানে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২২, ২৩ ও ২৪শে মে অনুষ্ঠিত হইবে।

এদিকে ইউনিট পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষার ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখায় ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। একজন পরীক্ষার্থী বলেন, ইউনিট পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ১৭টির স্থলে ৩টি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের সমস্যা লাঘব করিয়াছেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখিয়া পূর্বের জটিলতা বহাল রাখিয়াছেন। উল্লেখ্য, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিট পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষায় কোন নম্বর বরাদ্দ নাই।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1 8 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 7

41-C

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তিসমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির সমস্যা ক্রমশ প্রকটতর হয়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার কম থাকা সত্ত্বেও দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে ৯৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। অথচ সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে আসনসংখ্যা ৮ হাজারের সামান্য কিছু বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার মোট আসনসংখ্যা ছিল ৩ হাজার। আবেদনকারী ছিল ৩৯ হাজার জন। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য সেখানে ১২জন প্রতিযোগিতা করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। যারা সেখানে ভর্তি হতে পারেনি তারা এখন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে যে, আসন সংকট তীব্রতম হচ্ছে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে প্রতিটি আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করবে ৪১জন প্রার্থী। গত কয়েক বছর ধরেই ভর্তিসমস্যা মোকাবিলায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বর্তমান অসুবিধা সত্ত্বেও আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে। বস্তুতপক্ষে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে বাড়তি ছাত্র গ্রহণ বর্তমান অবস্থায় আর সম্ভব নয়। সমস্যা আছে ক্লাসরুমের, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের, নতুন শিক্ষক নিয়োগের।

তবু সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা যখন বেড়েছে তখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনিবার্যভাবেই বাড়বে— বেড়ে চলেছেও। তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তিসমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে এবং একটা বাস্তব পদক্ষেপও নিতে হবে। এক্ষেত্রে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দূর ভবিষ্যতে তো বটেই, অদূর ভবিষ্যতে এমনকি আগামী বছরেও ভর্তিসমস্যা বর্তমান বছরের চাইতে তীব্রতর হবে। বস্তুত প্রতিবছরই তার পূর্ববর্তী অপেক্ষা গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের মতে, সমস্যাটিকে বিভিন্নভাবে সমাধান করা যেতে পারে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় চারটিতে ভর্তির সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করে অর্থাৎ আসনসংখ্যা বাড়িয়ে। সেজন্য দরকার হবে নতুন নতুন ভবন, নতুন নতুন আবাসিক ব্যবস্থা, নিয়োগ করতে হবে আরো শিক্ষক। অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বলাবাহুল্য, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ সামান্য কিছু বাড়িয়ে কিংবা দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয় বাড়িয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে না— এমনকি সাময়িকভাবেও নয়। অন্যদিকে কলেজগুলোতে অনার্স পড়ানোর বর্তমান সুযোগ সম্প্রসারণ করেও ভর্তিসমস্যার প্রকটতা হ্রাস করা কিছুটা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি সমাধানের যে উপায়ই বেছে নেন না কেন তা অচিরেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিলম্বের অবকাশ নেই।